দৈনিক বাংলা

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 20 MAR 1988
পৃষ্ঠা ... 1 ... কলাম ... 1 ...

সেশন জট সমস্যার সমাধান অনিশ্চিত

॥ খায়রুল আনোয়ার ॥

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সমস্যা সেশন জট নিরসনে একমাত্র প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া আর কোন বিশ্ববিদ্যালয় এখন পর্যন্ত কার্যকর পদক্ষেপ নেয়নি। ফলে বাকী বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আগামী চার-পাঁচ বছরের মধ্যে এ সমস্যার সমাধান অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে।

সেশনজট নিরসনকল্পে সুনির্দিষ্ট কার্যক্রম নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের মাধ্যমে তা সরকারের নিকট পেশ করার সরকারী আহবানে এ পর্যন্ত মাত্র তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় সাড়া দিয়েছে। এর মধ্যে দুটি বিশ্ববিদ্যালয় বেশ বিলম্বে তাদের পরিকল্পনা পেশ করেছে।

উল্লেখ্য, দেশের ছয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স এবং মাস্টার্স পর্যায়ে বর্তমানে প্রায় ৪২ হাজার ছাত্রছাত্রী সেশনজটের জটিল আবর্তে নিক্ষিপ্ত হয়ে আছেন। এসব ছাত্রছাত্রীর নির্ধারিত শিক্ষাজীবন শেষ করতে গড়ে প্রায় তিন বছর করে অতিরিক্ত সময় লাগছে। সেশন-

৩-এর পৃঃ দ্রঃ

দৈনিক বাংলা

তারিখ 20 MAR 1988
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

সেশন জট সমস্যার সমাধান

(প্রথম পৃঃ পর)

জটের কারণে সরকার এবং অভিভাবকদের বছরে শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষতির পরিমাণই ১৩০ কোটি টাকা।

সেশনজট নিরসনের লক্ষ্যে সরকার গত বছরের প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, সকল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এবং উচ্চশিক্ষার সঙ্গে জড়িত বিশেষজ্ঞদের সাথে বিভিন্ন পর্যায়ে আলোচনা ও মতবিনিময় করেন। এরপর সরকার সমস্যা সমাধানে সুনির্দিষ্ট কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে আসার জন্যে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আহবান জানান। এ সময় শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জানিয়ে দেয়া হয় যে সমস্যা সমাধানে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন হলে তা প্রদানে সরকার ব্যবস্থা নেবেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সরকারের এ আহবানের পর প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বিবেচনার জন্যে একটি পরিকল্পনা মঞ্জুরী কমিশনের নিকট পেশ করে। পরীক্ষা নিরীক্ষার পর কমিশন এ পরিকল্পনা গ্রহণযোগ্য বলে মত প্রকাশ করে তা অনুমোদনের জন্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ও এ পরিকল্পনা অনুমোদন করে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কাছে পাঠায় প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্যে।

মঞ্জুরী কমিশনের একজন কর্মকর্তা জানান যে অর্থ মন্ত্রণালয়ের কোন কোন কর্মকর্তা সেশনজট নিরসনে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা অনুসারে অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে গড়িমসি করছেন। অথচ মঞ্জুরী কমিশন এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয় নানাভাবে পরীক্ষা-নীরিক্ষার পরই এ কার্যক্রম অনুমোদন করেছে। কর্মকর্তা আরও জানানঃ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় সেশনজট নিরসনে তাদের চার বছর মেয়াদী কার্যক্রমের জন্যে মোট সোয়া তিন কোটি টাকার চাহিদার কথা জানিয়েছে। চার বছরে শিক্ষকদের অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া এবং অন্যান্য বাবদ এ অর্থের প্রয়োজন। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সমস্যা সমাধানে গত বছর থেকে ১৯৮৬-৮৭ এবং ১৯৮৭-৮৮—এ দুই সেশনের ক্লাস একই সঙ্গে শুরু করেছে। মঞ্জুরী কমিশন কর্মকর্তা এ প্রসঙ্গে আরও জানিয়েছেন যে অর্থ মন্ত্রণালয় এখন পর্যন্ত অর্থের প্রয়োজনীয় অনুমোদন না দেয়ায় কমিশনের নিজস্ব তহবিল থেকে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়কে এককালীন ২৫ লাখ টাকা দেয়া হয়েছে। কর্মকর্তা আশংকা প্রকাশ করেন যে অর্থ মন্ত্রণালয় টাকা না দিলে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশনজট নিরসন কার্যক্রম সফল নাও হতে পারে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছেঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় গত বছর সেশনজট নিরসনে মঞ্জুরী কমিশনে কার্যক্রম পেশ করে। কার্যক্রম যথাযথ না হওয়ায় তা সঠিকভাবে পেশ করার জন্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানানো হয়। কিন্তু এরপর দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও কর্তৃপক্ষ আর কোন পরিকল্পনা পাঠায়নি। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়কেও তাদের পরিকল্পনা কিছুটা সংশোধন করতে বলা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা কিছু দিন আগে কমিশনের কাছে পৌঁছেছে। অন্যদিকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এ ব্যাপারে এখনও কোন পরিকল্পনা পেশ করেনি।

উল্লেখ্য, মঞ্জুরী কমিশনের মতে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সামগ্রিক সেশনজট নিরসন কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বমোট চার বছর সময় লাগবে। সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে প্রতি বছরে আনুমানিক অতিরিক্ত খরচ পড়বে সাড়ে তিন কোটি টাকা। এবং চার বছরে ১৪ কোটি টাকা। কমিশনের মতে বিশ্ববিদালয়গুলোতে বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক, কর্মচারী এবং বিদ্যমান সুবিধাদির সঙ্গে সম্পূরক কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন সম্ভব।